এই পত্রিকায় লেখালেখি ও
বিজ্ঞাপনের জন্য হোয়াটসঅ্যাপ করুন
৯৬৪১৮৫৯৫৬৭ / 9641859567
email :
khabarerghanta@gmail.com

খবরের ঘন্টা
শুধুই ইতিবাচক ভাবনা
Bengali Weekly
KHABARER GHANTA
PRGI NO. 141910 (OLD NO : WBBEN/2015/69355)

এই পত্রিকায় লেখালেখি ও
বিজ্ঞাপনের জন্য হোয়াটসঅ্যাপ করুন
৯৬৪১৮৫৯৫৬৭ / 9641859567
email :
khabarerghanta@gmail.com

দশম বর্ষ, সংখ্যা ঃ ৬, সাপ্তাহিক ১০ মে ২৬, রবিবার KHABARER GHANTA, Bengali weekly, 10 May. 26, Sunday, Siliguri, Vol. 10, Issue 6, Rs. 2

পশ্চিমবঙ্গের নতুন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী, ৯ মে শপথগ্রহণ

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ রাজ্যের রাজনৈতিক মহলে এখন অন্যতম বড় আলোচনার বিষয় পশ্চিমবঙ্গের নতুন বিজেপি সরকার এবং মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শুভেন্দু অধিকারীর নাম। দলীয় সূত্রে খবর, শুক্রবার বিজেপির পরিষদীয় দলনেতা হিসেবে শুভেন্দু অধিকারীকেই বেছে নেওয়া হয়েছে। ৯ মে কলকাতার ব্রিগেড ময়দানে তাঁর শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান।

শুক্রবার অনুষ্ঠিত বিজেপির গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার-সহ দলের শীর্ষ নেতৃত্ব। বৈঠকের পর অমিত শাহ জানান, পরিষদীয় নেতা নির্বাচনের প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হয়েছে এবং সর্বসম্মতিক্রমে শুভেন্দু অধিকারীর নামই সামনে এসেছে।

তিনি বলেন, বিজেপি ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উপর আস্থা রেখেই বাংলার মানুষ এই জয় উপহার দিয়েছেন। সেই বিশ্বাসের মর্যাদা রক্ষা করে উন্নত ও সমৃদ্ধ বাংলা গড়ার লক্ষ্যেই নতুন সরকার কাজ করবে বলে আশ্বাস দেন তিনি।

শ্রী রামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ ও মহর্ষি অরবিন্দের আদর্শের কথা স্মরণ করে অমিত শাহ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিখ্যাত পংক্তি ; ‘‘চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির’’ ; উল্লেখ করেন। তাঁর দাবি, সেই আদর্শকে সামনে রেখেই নতুন বাংলার পথচলা শুরু হবে।

সাধু থেকে বিধায়ক, এবার নেশামুক্ত সমাজ গড়ার লক্ষ্যে উৎপল ব্রহ্মচারী

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ সন্ন্যাসীর জীবন থেকে সরাসরি রাজনীতির ময়দানে এসে এবার সমাজ সংস্কারের কাজে আরও সক্রিয় হতে চান নবনির্বাচিত বিজেপি বিধায়ক স্বামী উৎপল ব্রহ্মচারী মহারাজ। তাঁর মূল লক্ষ্য, যুব সমাজকে মাদকাসক্তির হাত থেকে রক্ষা করা এবং এলাকাজুড়ে বেড়ে ওঠা নেশার আস্তানার বিরুদ্ধে কঠোরভাবে আন্দোলন গড়ে তোলা।

২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে উত্তর দিনাজপুর জেলার কালিয়াগঞ্জ কেন্দ্র থেকে ভারতীয় জনতা পার্টির প্রার্থী হিসেবে জয়ী হওয়ার পর প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে তিনি বলেন, আগামী দিনে মদ, গাঁজা ও হেরোইনের মতো মাদকের বিরুদ্ধে সামাজিক সচেতনতা ও প্রশাসনিক পদক্ষেপ; দুই দিকেই তিনি জোর দিতে চান।

একজন সন্ন্যাসী হয়েও কেন তিনি সক্রিয় রাজনীতিতে এলেন, সেই প্রশ্নের উত্তরে উৎপল ব্রহ্মচারী মহারাজ জানান, পশ্চিমবঙ্গের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি তাঁকে রাজনীতিতে আসতে বাধ্য করেছে। তাঁর কথায়, তোষণের রাজনীতি, দুর্নীতি বৃদ্ধি এবং রাজ্যের সার্বভৌম মূল্যবোধের অবক্ষয় দেখে আর নীরব থাকা সম্ভব ছিল না। তাই মানুষের স্বার্থে রাজনৈতিক ময়দানে নামার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। সনাতন সংস্কৃতি রক্ষা করাও আজ অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে।

তিনি এই জয়কে সাধারণ মানুষের জয় হিসেবে ব্যাখ্যা করেন। তাঁর দাবি, এখন তাঁর প্রধান লক্ষ্য হবে এলাকার সার্বিক উন্নয়ন। রাস্তাঘাট সংস্কার, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি, শিক্ষার প্রসার এবং নারী সুরক্ষা নিশ্চিত করার পাশাপাশি সমাজে ছড়িয়ে পড়া মাদকাসক্তির বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ গ্রহণের কথাও জানান তিনি।

বিধানসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার আগে উৎপল মহারাজ ভারত সেবাশ্রম সংঘ-এর একজন সক্রিয় সন্ন্যাসী ছিলেন। সংঘের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য স্বামী প্রণবানন্দজি মহারাজ-এর আদর্শকে সামনে রেখেই তিনি বিধায়ক হিসেবে মানুষের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত রাখবেন বলে জানিয়েছেন। ফোনে তিনি ‘খবরের ঘন্টা’-কে জানান, মানুষের পাশে থেকে সমাজকল্যাণমূলক কাজই হবে তাঁর আগামী দিনের প্রধান অঙ্গীকার।

শংকর ঘোষের ঐতিহাসিক জয় ঘিরে ৩০ নম্বর ওয়ার্ডে বিজয় সম্মেলন

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ শিলিগুড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের ২০২৬ সালের নির্বাচনে বিপুল ভোটে জয়লাভ করার পর বিজেপি প্রার্থী শংকর ঘোষ-কে ঘিরে উচ্ছ্বাসে মেতে উঠল ৩০ নম্বর ওয়ার্ড। তাঁর এই উল্লেখযোগ্য জয়কে স্মরণীয় করে রাখতে এদিন ওয়ার্ডের উদ্যোগে একটি বিজয় সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় জনতা পার্টির শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলার সভাপতি অরুন মন্ডল সহ দলের একাধিক নেতৃত্ব, কর্মী এবং সমর্থকরা। সভাকে ঘিরে গোটা এলাকায় উৎসবের আবহ তৈরি হয়। দলীয় পতাকা, স্লোগান এবং আনন্দ মিছিলে সরগরম হয়ে ওঠে এলাকা। বিজয় সম্মেলনে কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে ছিল চোখে পড়ার মতো উৎসাহ ও উদ্দীপনা। নেতারা বক্তব্য রাখতে গিয়ে এই জয়কে সাধারণ মানুষের সমর্থনের প্রতিফলন বলে উল্লেখ করেন এবং আগামী দিনে এলাকার উন্নয়নে আরও সক্রিয়ভাবে কাজ করার বার্তা দেন।

বিজেপির জয়ে প্রতিজ্ঞা রক্ষা, ধূপগুড়িতে মাথা মুণ্ডন খোকন তালুকদারের

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির জয়ের খবর ছড়িয়ে পড়তেই ধূপগুড়িতে এক অভিনব ঘটনার সাক্ষী থাকলেন স্থানীয় মানুষজন। দীর্ঘ ৩২ বছরের একটি ব্যক্তিগত প্রতিজ্ঞা পূরণ করলেন খোকন তালুকদার।

খোকনের কথায়, ১৯৯৩ সালে বাংলাদেশ থেকে বিতাড়িত হয়ে তিনি ভারতে এসে ধূপগুড়িতে বসবাস শুরু করেন। সেই সময় থেকেই তিনি বিজেপির সমর্থক হিসেবে পরিচিত ছিলেন এবং নিজের মনে একটি দৃঢ় সংকল্প নিয়েছিলেন;যেদিন পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি সরকার গঠন করবে, সেদিনই তিনি মাথা মুণ্ডন করবেন।

অবশেষে সেই প্রতীক্ষার অবসান। নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশের পরই প্রকাশ্য রাস্তায় বসে মাথা ন্যাড়া করিয়ে নিজের প্রতিজ্ঞা পূরণ করেন তিনি। এই দৃশ্য দেখতে এলাকায় ভিড় জমে যায়, আর খোকনের এই আবেগঘন মুহূর্ত হয়ে ওঠে ধূপগুড়ির আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু।

Owner : Bapi Ghosh, Printer : Bapi Ghosh, Publisher : Bapi Ghosh. Published From Matri Villa, Arabinda pally, Siliguri-06, Darjeeling (West Bengal) and Printed from Media Zone, Hakimpara, Siliguri, Dist Darjeeling, Editor : Bapi Ghosh

খবরের ঘন্টা
শুধুই ইতিবাচক ভাবনা

KHABARER GHANTA

PRGI NO. 141910 (OLD NO : WBBEN/2015/69355)

উপদেষ্টামণ্ডলী ঃ জ্যোৎস্না আগরওয়ালা (পরিবেশবিদ ও সমাজসেবী), ডাঃ শীর্ষেন্দু পাল গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য (লেখক), গৌতমবুদ্ধ রায়, মনা পাল (শিল্পোদ্যোগী), তরুন মাইতি (সমাজকর্মী), রাজ বসু (ভ্রমণ গবেষক), দীপজ্যোতি চক্রবর্তী (পরিবেশবিদ), সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় (সমাজকর্মী), ডাঃ জি বি দাস (স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ), নির্মল কুমার পাল (সাধারণ সম্পাদক, হায়দরপাড়া স্পোর্টিং ক্লাব), সনৎ ভৌমিক (সমাজসেবী ও ব্যবসায়ী), সামসুল আলম (শিক্ষক), বিপ্লব সেনগুপ্ত (অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক এবং আইনজীবী), সাজু তালুকদার (সমাজসেবী, বীরপাড়া), নির্মলেন্দু দাস (কবি ও বিজ্ঞানী), ভাস্কর বিশ্বাস(সিভিল ইঞ্জিনীয়ার), অশোক রায় (পন্ডিচেরী), শিবেশ ভৌমিক (সমাজসেবী ও ব্যবসায়ী, বিধাননগর, শিলিগুড়ি), পুস্পজিৎ সরকার(শিক্ষক), ডঃ রঘুনাথ ঘোষ (অধ্যাপক, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়), অনিন্দিতা চ্যাটার্জী (আনন্দধারা সঙ্গীত একাডেমি, সঙ্গীত শিল্পী), সোনালি সামন্ত (রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত নার্স, বানারহাট) , ডঃ রতন বিশ্বাস (বিশিষ্ট লেখক ও সাহিত্যিক), ডঃ গৌরমোহন রায় (বিশিষ্ট লেখক ও সাহিত্যিক), পদ্মশ্রী ধনীরাম টোটো, বীরেন চন্দ (সম্পাদক, উত্তরধ্বনি পত্রিকা), নীতিশ বসু (চেয়ারম্যান, পূর্ণিমা বসু মেমোরিয়াল ট্রাস্ট), কমলেশ গুহ (সমাজসেবী, দ্য হিমালয়ান আই ইন্সটিটিউট), নন্দিতা ভৌমিক (বাচিক শিল্পী), সোমা দাস (শিক্ষিকা), পাঞ্চালি চক্রবর্তী (সঙ্গীত শিল্পী), প্রিসকিল্লা ইলোরা লাকড়া (সমাজসেবী, শিলিগুড়ি), ডঃ বিমল চন্দ

সম্পাদকীয়

নতুন দিগন্তের পথে পশ্চিমবঙ্গ

পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক ইতিহাসে নতুন অধ্যায়ের সূচনা হলো। রাজ্যে নতুন বিজেপি সরকারের আগমনকে কেন্দ্র করে সাধারণ মানুষের একাংশের মধ্যে যেমন প্রত্যাশা তৈরি হয়েছে, তেমনি নতুনভাবে রাজ্যকে গড়ে তোলার স্বপ্নও উজ্জীবিত হয়েছে। গণতন্ত্রে সরকার পরিবর্তন কেবল রাজনৈতিক পালাবদল নয়, এটি মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা, উন্নয়নচিন্তা ও ভবিষ্যতের দিশা নির্ধারণেরও এক গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত।

দীর্ঘদিন ধরেই পশ্চিমবঙ্গের মানুষ শিল্প, কর্মসংস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পরিকাঠামো উন্নয়নের প্রশ্নে আরও দ্রুত ও কার্যকর উদ্যোগের প্রত্যাশা করে আসছেন। নতুন সরকার সেই প্রত্যাশা পূরণে কতটা সফল হবে, তা সময়ই বলবে। তবে ইতিবাচক দিক হল; পরিবর্তনের সঙ্গে নতুন কর্মসংস্কৃতি, প্রশাসনিক গতি এবং কেন্দ্র-রাজ্য সমন্বয়ের মাধ্যমে উন্নয়নের সম্ভাবনাও তৈরি হয়।

বিশেষ করে উত্তরবঙ্গ থেকে জঙ্গলমহল, পাহাড় থেকে সুন্দরবন; রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে সমান উন্নয়নের বার্তা পৌঁছে দেওয়া এখন সময়ের দাবি। কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র-যুবক, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে সাধারণ মধ্যবিত্ত মানুষ; সকলেই চায় একটি স্বচ্ছ, দুর্নীতিমুক্ত ও জনমুখী প্রশাসন। নতুন সরকার যদি মানুষের এই আস্থার মর্যাদা দিতে পারে, তবে পশ্চিমবঙ্গ আবারও শিক্ষা, সংস্কৃতি, শিল্প ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে দেশের অন্যতম অগ্রণী রাজ্যে পরিণত হতে পারে।

রাজনীতি যদি বিভাজনের পরিবর্তে উন্নয়ন ও মানবকল্যাণের মাধ্যম হয়ে ওঠে, তাহলেই গণতন্ত্রের প্রকৃত সার্থকতা। নতুন সরকারের সামনে তাই সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হবে সকল সম্প্রদায়, ভাষা ও মতাদর্শের মানুষকে সঙ্গে নিয়ে সমন্বয়ের রাজনীতি গড়ে তোলা। কারণ বাংলার মাটি চিরকালই সম্প্রীতি, সংস্কৃতি ও মানবতার বার্তা বহন করে এসেছে।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একসময় বলেছিলেন , ‘‘চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির।’’এই চেতনা নিয়েই যদি নতুন প্রশাসন এগিয়ে চলে, তবে উন্নয়ন ও গণবিশ্বাস; দুই-ই আরও শক্তিশালী হবে।

রাজ্যের নতুন রাজনৈতিক পর্বে তাই বিরোধ নয়, গঠনমূলক সহযোগিতা, হিংসা নয়, শান্তি ও উন্নয়ন; এই বার্তাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠুক। পশ্চিমবঙ্গ এগিয়ে যাক কর্ম, সংস্কৃতি ও আত্মমর্যাদার নতুন আলোয়; এটাই হোক সকলের প্রত্যাশা।

পাঠক সংযোগ বিভাগ

আপনার শহর, আপনার কথা

শহর আমাদের সবার। তাই শহরের কথা বলার অধিকারও সবার।

রাস্তার সমস্যা হোক বা ভালো উদ্যোগ--আপনার চোখে যা গুরুত্বপূর্ণ, তা আমাদের জানান।

ইতিবাচক মতামত, গঠনমূলক পরামর্শ এবং সমাজের উন্নয়নের ভাবনা--সবই আমরা স্বাগত জানাই।

কারণ খবরের ঘন্টা শুধু একটি পত্রিকা নয়, এটি শিলিগুড়ির মানুষের কণ্ঠস্বর।

হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ করুন ঃ ৯৬৪১৮৫৯৫৬৭

সম্পাদক, খবরের ঘন্টা

খবরের ঘন্টার সমীক্ষার ইঙ্গিত কিছুটা মেলালো ফলাফলের প্রবণতা

নিজস্ব প্রতিবেদনপশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফলের প্রাথমিক প্রবণতা সামনে আসতেই একাধিক ক্ষেত্রে মিল খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে খবরের ঘন্টার নিজস্ব সমীক্ষার সঙ্গে। আগে প্রকাশিত সেই সমীক্ষায় যেমন পরিবর্তনের হাওয়া জোরালো বলে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছিল, বাস্তব গণনার ট্রেন্ডেও তার প্রতিফলন ধরা পড়ছে বলে রাজনৈতিক মহলের একাংশ মনে করছে।

খবরের ঘন্টার গ্রাউন্ড-লেভেল সমীক্ষায় বিভিন্ন পেশার মানুষের মতামত বিশ্লেষণ করে দেখা গিয়েছিল, প্রায় ৬০/৬৫ শতাংশ মানুষ পরিবর্তনের পক্ষে মত দিচ্ছেন। সেখানে বর্তমান সরকারের সমর্থন ছিল আনুমানিক ২৫/৩০ শতাংশ এবং অনিশ্চিত ভোটার ছিল ৫/১০ শতাংশ। এই সমীক্ষায় বিশেষ করে উত্তরবঙ্গ অঞ্চলে বিজেপির পক্ষে জোরালো হাওয়ার কথা উঠে এসেছিল। বর্তমান গণনার প্রাথমিক ফলাফলেও উত্তরবঙ্গের একাধিক কেন্দ্রে বিজেপির এগিয়ে থাকার খবর সেই পূর্বাভাসকেই আরও শক্তিশালী করছে। সমীক্ষায় সম্ভাব্য আসন পূর্বাভাস হিসেবে বিজেপির জন্য ১৫০/১৭৫টি আসনের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছিল, যেখানে তৃণমূল কংগ্রেসকে রাখা হয়েছিল ৯৫/১২০ আসনের মধ্যে। কংগ্রেস-বাম জোট ও অন্যান্য দলকে সীমিত আসনে রাখা হয়েছিল।

বিশ্লেষণে আরও বলা হয়েছিল; পরিবর্তনের দাবি সমাজের বিভিন্ন স্তরে স্পষ্ট। উত্তরবঙ্গ বিজেপির শক্ত ঘাঁটি হয়ে উঠছে। দক্ষিণবঙ্গ ও কলকাতায় লড়াই তুলনামূলক বেশি প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ। সরকারি প্রকল্পভিত্তিক সমর্থন তৃণমূলের একটি শক্তি হিসেবে রয়ে গেছে।

সব মিলিয়ে বলা যায়, খবরের ঘন্টার সমীক্ষা যে পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিয়েছিল, বর্তমান ভোট গণনার ট্রেন্ড সেই দিকেই ইশারা করছে।

ভোট-পরবর্তী পরিস্থিতিতে শান্তি বজায় রাখার আবেদন প্রশাসনের

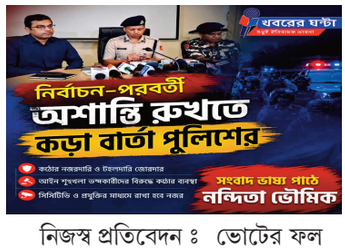

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ ভোটের ফল ঘোষণার পর জেলার আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে শান্তি ও সংযম বজায় রাখার আহ্বান জানাল জলপাইগুড়ি জেলা প্রশাসন ও পুলিশ। এদিন জেলাশাসকের দপ্তরে আয়োজিত এক যৌথ সাংবাদিক বৈঠকে প্রশাসনের শীর্ষ আধিকারিকরা জেলার মানুষ, রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও দলীয় কর্মীদের উদ্দেশ্যে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখ ার বার্তা দেন।

সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন জলপাইগুড়ির জেলাশাসক সন্দীপ ঘোষ, জেলা পুলিশ সুপার অমরনাথ কে, সিআরপিএফের আধিকারিক সন্তোষ কুমার সহ অন্যান্য প্রশাসনিক ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর কর্তারা।

প্রশাসনের তরফে জানানো হয়, ভোট গণনার পর গত দু'দিনে জেলায় দুটি বড় অশান্তির ঘটনা ঘটেছে। এছাড়াও ছোটখাটো নানা ঘটনা মিলিয়ে মোট ২৬টি অভিযোগ জমা পড়েছে পুলিশের কাছে। এই ঘটনাগুলির তদন্তে নেমে এখন পর্যন্ত ৩৬ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন জেলা পুলিশ সুপার। যদিও অন্য একটি পরিসংখ্যানে ২৬ জন গ্রেফতারের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। প্রশাসনের দাবি, পরিস্থিতির ওপর কড়া নজর রাখা হচ্ছে এবং আইন ভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। পুলিশ সুপার আরও জানান, পলাতক তৃণমূল প্রার্থী কৃষ্ণ দাসকে গ্রেফতারের জন্য তল্লাশি চলছে এবং খুব দ্রুত তাঁকে আটক করা সম্ভব হবে বলে আশাবাদী পুলিশ।

জেলায় শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখতে বর্তমানে ১০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী বিভিন্ন স্পর্শকাতর এলাকায় মোতায়েন রয়েছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে সাধারণ মানুষ, রাজনৈতিক দল এবং কর্মী-সমর্থকদের কাছে আবেদন জানানো হয়েছে, যেন কেউ কোনও উস্কানিমূলক বা আইনবিরোধী কাজে জড়িয়ে না পড়েন। জেলার শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখতে সকলকে সহযোগিতার আহ্বানও জানানো হয়েছে।

নির্বাচন-পরবর্তী অশান্তি রুখতে কড়া বার্তা পুলিশের

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ শিলিগুড়িতে নির্বাচন পরবর্তী পরিস্থিতি নিয়ে কড়া অবস্থান নিল পুলিশ প্রশাসন। বুধবার সাংবাদিক বৈঠকে প্রশাসনের তরফে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, কোনও ধরনের হিংসা বা অশান্তি কোনওভাবেই মেনে নেওয়া হবে না। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে সর্বত্র নজরদারি বাড়ানো হয়েছে এবং কোথাও অশান্তির ঘটনা ঘটলে সঙ্গে সঙ্গে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলে জানানো হয়েছে।

নির্বাচনের ফল প্রকাশের পর থেকেই রাজ্যের একাধিক এলাকায় উত্তেজনার খবর সামনে এসেছে। শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের আওতাধীন কিছু এলাকাতেও বিচ্ছিন্ন অশান্তির ঘটনা ঘটেছে বলে জানা গিয়েছে। বিভিন্ন জায়গায় তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় কার্যালয়ে হামলা ও ভাঙচুরের অভিযোগ উঠেছে। পাশাপাশি কয়েকটি এলাকায় তৃণমূল কর্মী-সমর্থকদের উপর হামলার ঘটনাও সামনে এসেছে।

এই পরিস্থিতিতে পুলিশ ও প্রশাসন যৌথভাবে সাংবাদিক সম্মেলন করে সাধারণ মানুষকে শান্তি বজায় রাখার আহ্বান জানায়। প্রশাসনের দাবি, পরিস্থিতির উপর সার্বক্ষণিক নজর রাখা হচ্ছে এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এলাকায় এখনও আধাসামরিক বাহিনীর মোতায়েন রয়েছে বলেও জানানো হয়েছে।

শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের পুলিশ কমিশনার ওয়াকার রাজা বলেন, কোথাও অশান্তির ঘটনা ঘটলে পুলিশ কঠোর ব্যবস্থা নেবে। শহরের প্রতিটি থানা এলাকায় বাড়তি নজরদারি চালানো হচ্ছে বলেও তিনি জানান।

উত্তরবঙ্গে বিজেপির রেকর্ড ঝড়, ৫৪টির মধ্যে অধিকাংশ আসনে দখল

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে এবারের ফলাফল কার্যত আগের সব রেকর্ড ভেঙে দিয়েছে। ২০১৯ সালের লোকসভা এবং ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে যে প্রবণতা দেখা গিয়েছিল, তার থেকেও বড় সাফল্য এবার পেয়েছে বিজেপি; বিশেষ করে উত্তরবঙ্গে। পাহাড় থেকে ডুয়ার্স, কোচবিহার থেকে মালদা;প্রায় সর্বত্রই বিজেপির দাপট চোখে পড়ার মতো।

রাজ্যের মোট ২৯৪টি বিধানসভা আসনের মধ্যে উত্তরবঙ্গে রয়েছে ৫৪টি কেন্দ্র, যা ৮টি জেলায় বিস্তৃত। এই অঞ্চলই এবারের নির্বাচনে বিজেপির সাফল্যের মূল ভরকেন্দ্র হয়ে উঠেছে। দার্জিলিং জেলার ৫টি আসন;দার্জিলিং, কার্শিয়াং, মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি, ফাঁসিদেওয়া ও শিলিগুড়ি;সবকটিতেই জয় পেয়েছে বিজেপি। একইভাবে জলপাইগুড়ির ৭টি আসনেও পূর্ণ দখল বজায় রেখেছে তারা। ধূপগুড়িতে রেকর্ড সংখ্যক ভোটে জয়ী হয়েছেন বিজেপি প্রার্থী শিখা চট্টোপাধ্যায়।

কালিম্পং জেলার একমাত্র আসনটিও বিজেপির দখলে গেছে। কোচবিহারের ৯টি আসনের মধ্যে একমাত্র সিতাই বাদে বাকি সব আসনই বিজেপির ঝুলিতে। আলিপুরদুয়ার জেলার ৫টি আসনেই বিজেপি জয়ী বা এগিয়ে রয়েছে, ফলে এই জেলাতেও তৃণমূল কার্যত খালি হাতে ফিরেছে।

তবে উত্তর দিনাজপুরে তুলনামূলকভাবে ভালো ফল করেছে তৃণমূল। জেলার ৯টি আসনের মধ্যে ৫টিতে-- চোপড়া, ইসলামপুর, গোয়ালপোখর, চাকুলিয়া, ইটাহার--জয় পেয়েছে তারা। অন্যদিকে করণদিঘি, হেমতাবাদ, কালিয়াগঞ্জ ও রায়গঞ্জ;এই ৪টি আসনে জিতেছে বিজেপি।

দক্ষিণ দিনাজপুরে মোট ৬টি আসনের মধ্যে বালুরঘাট, তপন, গঙ্গারামপুর ও কুশমণ্ডি;এই চারটি আসন বিজেপির দখলে গেছে। অন্যদিকে কুমারগঞ্জ ও হরিরামপুরে জয় পেয়েছে তৃণমূল।

মালদায় ১২টি আসনের লড়াইয়ে তৃণমূল ও বিজেপির মধ্যে কার্যত সমান টক্কর দেখা গেছে। বিজেপি জয় পেয়েছে ৬টি আসনে;মালদা, মানিকচক, ইংরেজবাজার, বৈষ্ণবনগর, হরিশ্চন্দ্রপুর ও গাজোল। অপরদিকে তৃণমূল জিতেছে বাকি ৬টি আসনে;চাঁচল, মোথাবাড়ি, সুজাপুর, মালতীপুর, রতুয়া ও হরিশ্চন্দ্রপুর ২।

আগের ফলাফলের সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যায়, ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে উত্তরবঙ্গের ৫৪টির মধ্যে বিজেপি পেয়েছিল ৩০টি আসন, তৃণমূলের দখলে ছিল ২৩টি। আবার ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে এই অঞ্চলের ৩২টি বিধানসভা সেগমেন্টে এগিয়ে ছিল বিজেপি, তৃণমূল এগিয়ে ছিল ১৫টিতে।

কিন্তু এবার সব হিসাব পাল্টে দিয়ে উত্তরবঙ্গের ৫৪টি আসনের মধ্যে প্রায় ৪০টি আসনে জয় বা লিড ধরে রেখে বিজেপি স্পষ্ট আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেছে। ফলে উত্তরবঙ্গ যে এবারের নির্বাচনে গেরুয়া শিবিরের সবচেয়ে বড় শক্তি হয়ে উঠেছে, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

প্রতিষ্ঠা দিবসে মানবিক উদ্যোগ, রক্তদান শিবিরে ৯৭ জনের অংশগ্রহণ

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ সারদা শিশু তীর্থ-সেবক রোড (মাধ্যমিক) বিদ্যালয়ের ৩৪তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে রবিবার এক মানবিক উদ্যোগের সাক্ষী থাকল শিলিগুড়ি। বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে আয়োজিত হয় এক রক্তদান শিবির, যেখানে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশ নেন অভিভাবক-অভিভাবিকা, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং শিক্ষা কর্মীবৃন্দ। এই শিবিরে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয় শিলিগুড়ি তরাই লায়ন্স ব্লাড ব্যাংক।

অনুষ্ঠানের সূচনায় উপস্থিত ছিলেন ব্লাড ব্যাংকের পক্ষ থেকে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, পাশাপাশি বিদ্যালয়ের সম্পাদক শ্রী পবন কুমার নাকিরিয়া এবং প্রধানাচার্য শ্রীমতী নিত্যা কান্তি ঘোষ মহাশয়া। পরবর্তীতে বিদ্যালয়ের অন্যান্য সদস্য ও অতিথিরাও উপস্থিত থেকে এই মহৎ উদ্যোগকে সমর্থন জানান।

রক্তদাতাদের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো। শিবিরে মোট ৯৭ জন অংশগ্রহণ করেন, যার মধ্যে অভিভাবক-অভিভাবিকা ছিলেন ৮৬ জন, আচার্য-আচার্যা ৯ জন এবং শিক্ষা কর্মীবন্ধুরা ছিলেন ২ জন। সম্মিলিতভাবে এই শিবিরে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ রক্ত সংগ্রহ করা হয়।

রক্তদান শেষে প্রত্যেক দাতার হাতে শংসাপত্র, ফল এবং ওআরএস তুলে দেওয়া হয়। শিবিরের সমাপ্তিতে প্রধানাচার্য সকল অংশগ্রহণকারীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং ভবিষ্যতেও এ ধরনের সামাজিক উদ্যোগ অব্যাহত রাখার আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

সৃজনশীল চর্চায় আত্মতৃপ্তি শিলিগুড়ির ‘কলাঙ্গন’-এ নারীদের বাচিক সাধনা

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ সংসারের ব্যস্ততা সামলে অনেক মহিলাই সময় কাটাতে চান ইতিবাচক ও সৃজনশীল কাজে, যেখানে নেই পরনিন্দা বা অপ্রয়োজনীয় আলোচনা। সেই চাহিদা থেকেই কবিতা, আবৃত্তি ও বাচিক শিল্পের প্রতি ঝোঁক বাড়ছে বহু নারীর। এই আগ্রহকেই কেন্দ্র করে শিলিগুড়িতে ২০১৯ সাল থেকে কাজ করে চলেছে ‘কলাঙ্গন’ নামের একটি বাচিক শিল্পী গোষ্ঠী।

শুরুটা হয়েছিল মাত্র পাঁচ জন মহিলাকে নিয়ে। ধীরে ধীরে সেই পরিসর বেড়ে বর্তমানে সদস্য সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২২-এ। এই গোষ্ঠীর মূল উদ্যোক্তা ও প্রেরণার উৎস শিলিগুড়ির রবীন্দ্রনগর গার্লস হাইস্কুলের শিক্ষিকা এবং বাচিক শিল্পী পৃথা সেন। তাঁর উদ্যোগেই গড়ে উঠেছে এই সৃজনশীল মঞ্চ।

শিলিগুড়ির হাকিমপাড়ায় পৃথা সেনের বাসভবনেই প্রতি সপ্তাহে মঙ্গলবার ও শনিবার তিন ঘণ্টা করে নিয়মিত বাচিক শিল্পের ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়। এখানে অংশগ্রহণকারী মহিলারা কবিতা পাঠ, আবৃত্তি ও সাহিত্যচর্চার মাধ্যমে নিজেদের মনকে ইতিবাচক রাখতে চেষ্টা করেন।

পৃথা সেনের মতে, মানুষের মধ্যে ইতিবাচক চিন্তা গড়ে তুলতে কবিতার ভূমিকা অনন্য। শুধু কবিতা নয়, তিনি সংগীত ও নাট্যচর্চার প্রতিও সমানভাবে অনুরাগী। পাশাপাশি সমাজের অসহায় ও বিপর্যস্ত মানুষের পাশে দাঁড়ানোও তাঁর জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। যারা জীবনের সংগ্রামে ক্লান্ত হয়ে পড়েন, তাঁদের নতুন করে জীবনমুখী করে তুলতে তিনি নানা উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

বর্তমানে রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তীকে সামনে রেখে ‘কলাঙ্গন’-এ চললো রবীন্দ্রনাথের কবিতা নিয়ে বিশেষ অনুশীলন ও আলোচনা। সব মিলিয়ে, এই গোষ্ঠী শুধুমাত্র একটি আবৃত্তির মঞ্চ নয়, বরং নারীদের মানসিক বিকাশ ও ইতিবাচক জীবনের এক অনন্য ঠিকানা হয়ে উঠেছে।

অনুপ্রেরনা

ব্যর্থতা শেষ নয়, শুরু

যে ছাত্র পরীক্ষায় ব্যর্থ হয়ে আবার উঠে দাঁড়ায়, যে ব্যবসায়ী ক্ষতির পর নতুন করে চেষ্টা করে, যে গৃহবধূ নিজের হাতে উদ্যোগ শুরু করেন-- তাঁরাই প্রকৃত অনুপ্রেরনা।

জীবন মানেই সংগ্রাম। কিন্তু সংগ্রামের মাঝেও হাসতে শেখাই আসল শক্তি। আমরা চাই, শিলিগুড়ির প্রতিটি মানুষ নিজের গল্প লিখুক সাহসের কালি দিয়ে।

এই অনুপ্রেরনা বিভাগে আমরা তুলে ধরবো এমন একেকজন মানুষকে, যারা ইতিবাচক মনোভাব দিয়ে নিজের জীবন ও সমাজকে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন।

সেই রকম তথ্য থাকলে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ করুন ঃ ৯৬৪১৮৫৯৫৬৭

সম্পাদক, খবরের ঘন্টা

ইতিবাচক শিলিগুড়ি

শহর মানেই শুধু যানজট, অভিযোগ আর সমস্যা নয়। শহর মানে মানুষ, মানুষের চেষ্টা আর ছোট ছোট ভালো উদ্যোগ। শিলিগুড়ির অলিগলিতে প্রতিদিন এমন অনেক কাজ হচ্ছে , যা হয়তো বড় শিরোনাম পায় না-- কিন্তু সমাজকে বদলে যাচ্ছে নীরবে।

কেউ ছাদে গাছ লাগাচ্ছেন, কেউ বিনামূল্যে পড়াচ্ছেন দরিদ্র ছাত্রছাত্রীদের, কেউ আবার রক্তদান শিবির আয়োজন করছেন। এই ছোট ছোট আলোর বিন্দুগুলো মিলেই শহরকে সুন্দর করে তোলে।

খবরের ঘন্টা বিশ্বাস করে-- নেতিবাচকতার ভিড়ে ইতিবাচক খবরই মানুষের মনকে শক্তি দেয়। তাই আমরা খুঁজে চলবো সেই মানুষদের, যারা বদলের গল্প লিখছেন নীরবে।

সেই রকম বদলের গল্প থাকলে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ করুন, জানান তথ্য ঃ ৯৬৪১৮৫৯৫৬৭

সম্পাদক, খবরের ঘন্টা

আমাদের অঙ্গীকার

সংবাদপত্র শুধু খবর দেয় না, দিকনির্দেশও দেয়।

আমাদের অঙ্গীকার--

সত্যপ্রকাশ ,

সমাজের গঠনমূলক খবর তুলে ধরা ,

তরুন প্রজন্মকে অনুপ্রানিত করা,

স্থানীয় প্রতিভাকে সামনে আনা।

আমরা বিশ্বাস করি, একটি ইতিবাচক সংবাদ অনেক সময় একটি পরিবারের মনোবল বাড়িয়ে দিতে পারে। একটি সঠিক তথ্য একজন নাগরিককে সচেতন করে তুলতে পারে।

খবরের ঘন্টা থাকবে মানুষের পাশে--সততা ও দায়িত্ববোধ নিয়ে

বাপি ঘোষ

সম্পাদক , খবরের ঘন্টা

হারিয়ে যাওয়া ‘মায়েদের’ ঘরে ফেরাচ্ছেন পূজা মোক্তার মানবিকতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত শিলিগুড়িতে

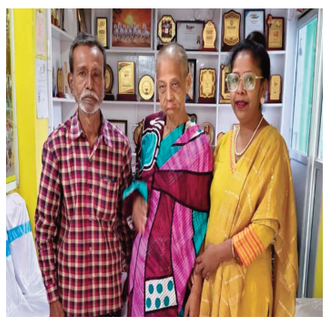

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ শিলিগুড়িতে মানবিকতার এক অনন্য নজির গড়ে তুলেছেন ভক্তিনগর শ্রদ্ধা ওয়েলফেয়ার সোসাইটির কর্ণধার পূজা মোক্তার। রাস্তাঘাটে হারিয়ে যাওয়া, অসহায় ও মানসিকভাবে বিপর্যস্ত মহিলাদের নিরাপদ আশ্রয় দেওয়া থেকে শুরু করে তাঁদের পরিবারের সন্ধান করে বাড়ি পৌঁছে দেওয়ার কাজ করে চলেছেন তিনি নিরলসভাবে।

চলতি বছরেই ইতিমধ্যে চারজন এমন ‘মা’-কে তাঁদের পরিবারের কাছে ফিরিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছেন পূজা মোক্তার। শিলিগুড়ি পুলিশের সহায়তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ানো বা অসহায় অবস্থায় থাকা মহিলাদের উদ্ধার করে তাঁর কাছে নিয়ে আসা হয়। এরপর শুরু হয় তাঁদের পরিচয় ও ঠিকানা খোঁজার প্রক্রিয়া। যতদিন না পরিবারের সন্ধান মিলছে, ততদিন ওই মহিলাদের জন্য খাদ্য, বস্ত্র এবং থাকার ব্যবস্থা করে দিচ্ছেন পূজাদেবী নিজেই। মানবিক দায়বদ্ধতার এই কাজ তিনি করে চলেছেন সম্পূর্ণ নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সঙ্গে। সম্প্রতি শনিবারও শিলিগুড়ির অরবিন্দ পল্লীর এক মহিলাকে তাঁর বাড়িতে নিরাপদে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। পূজা মোক্তারের এই উদ্যোগ সমাজে এক অনুপ্রেরণার বার্তা ছড়াচ্ছে, যেখানে মানবিকতা আজও বেঁচে আছে কিছু মানুষের নিঃস্বার্থ প্রচেষ্টায়।

স্বত্তাধিকারী ঃ বাপি ঘোষ, মূদ্রক ঃ বাপি ঘোষ, প্রকাশক ঃ বাপি ঘোষ। মাতৃ ভিলা, অরবিন্দ পল্লী, শিলিগুড়ি-০৬, দার্জিলিং জেলা থেকে প্রকাশিত এবং মিডিয়া জোন, হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি থেকে মুদ্রিত। সম্পাদক ঃ বাপি ঘোষ। Owner : Bapi Ghosh, Printer : Bapi Ghosh, Publisher : Bapi Ghosh. Published From Matri Villa, Arabinda pally, Siliguri-06, Darjeeling (West Bengal) and Printed from Media Zone, Hakimpara, Siliguri, Dist Darjeeling, Editor : Bapi Ghosh Mobile No. 98320-64424, email : bapighosh300@gmail.com / khabarerghanta@gmail.com, whatsapp : 9641859567 Vol. 10 Issue 6

PRGI NO. 141910 (OLD NO : WBBEN/2015/69355)